উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১১
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

সবুজ পৃথিবীর জন্য চাই পরিকল্পিত বনায়ন

দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে দেশকে রক্ষার নিমিত্তে এবং ফলজ পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনের লক্ষ্যে ঘাসফুল তার বিভিন্ন কর্মএলাকায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী ২০১২ এর অংশ হিসেবে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী, পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপকার ভোগীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতের ৭ হাজার গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ এবং বিতরণ কৃত চারা সমূহ রোপন ও সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা মূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। গত ২ আগষ্ট ২০১২ তারিখে হাটহাজারী উপজেলার পাহাড়তলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনছুরাবাদ কলোনী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুল পরিচালিত ইএসপি স্কুল সমূহে এবং পিএইচআর প্রকল্পের কার্যক্রমভুক্ত ইউনিয়ন জুলধা, কাশিয়াইশ, কোলাগাঁও, চরলক্ষ্যা, চরপাথরঘাটা, শিকলবাহা, বড়উঠান ও হাবিলাস দ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদে এবং আনোয়ারা উপজেলায় আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ

বাকী অংশ ২ এর পাতায়

রাকিবুল হাসানের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান

রাকিবুল হাসান, পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র। পিতা-ইসমাইল হোসেন ছিলেন ঘাসফুলের প্রাক্তন কর্মী। কিন্তু এরই মধ্যে কোন এক অজানা কারণে তার পিতা নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে অচিন গন্তব্যে।২০১২ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাকিব উচ্চ শিক্ষার আশায় ভর্তি হয় কলেজে। এই অবস্থায় অসহায় রাকিবুল তার পড়ালেখা নিয়মিত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সংগ্রাম করতে থাকে। এক পর্যায়ে ঘাসফুল কার্যালয়ে যোগাযোগ করে তার প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। তার এই অবস্থায় তাকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঘাসফুল। এরই প্রেক্ষিতে গত ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বৃত্তির চেক তুলে দেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম। সংস্থার প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত স্কলারশীপ প্রদান অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান বানু লিমা এবং জুনিয়র ম্যানেজার (হিসাব শাখা) শিপ্রা বড়ুয়া।

জনসচেতনতাই পারে পরিবারিক সহিংসতা রোধ করতে

নারী ছাড়া কোন পুরুষ সঠিকভাবে গড়ে উঠেছে এরকম কোন নজির নেই বিশ্বের ইতিহাসে। গত ২৯ জুলাই ২০১২ইং ইউএসএআইডি ও প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০' বিভাগীয় পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি সভার প্রদান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মো. নুরুল ইসলাম কথাগুলো বলেন। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, সাংবাদিক এম নাসিরুল হক, সংস্কৃতিকর্মী রণজিৎ রক্ষিত, অ্যাডভোকেট মিলি চৌধুরী, অঞ্চল চৌধুরী, সাবেরা সুলতানা বীনা। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার সনদ প্রতিষ্ঠার জন্য পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং তৃণমুল পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর) প্রজেক্টের কো-অডিনেটর শরীফুল আলম মূলত জন সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

কমিউনিটি লিডার এবং সার্ভিস প্রোভাইডাদের সঙ্গে মিটিং সম্পন্ন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের আওতায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং ঘাসফুল প্রশিক্ষণ সেন্টার পশ্চিম মাদারবাড়ীতে সকাল ১১টায় কমিউনিটি লিডার এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর একটি ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন- ম্যানেজার মোহাম্মদ আরিফ।

বাকী অংশ ২ এর পাতায়

শেষের পাতার পর

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১২

তিনি বলেন- তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরো সচেতন হলে দেশ সমৃদ্ধির পথে অবশ্যই এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন-ব্লাস্ট এর নিখিলেশ ভট্টাচার্য্য, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, মমতার রাহুল মুহিত চৌধুরী, বিবিএফ এর চিন্ময় চৌধুরী, উৎস এর মোঃ শাহ আলম সহ প্রমুখ। দিবস উদযাপনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগীয় তথ্য অফিস চট্টগ্রাম, জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতার জন্য ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরী সবাইকে সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। দিবসটি উপলক্ষে ঘাসফুল একটি প্রচার পত্র বিলি করেন।

১ম পাতার পর

কমিউনিটি লিডার এবং সার্ভিস

উক্ত মতবিনিময় সভায় নেস্ট প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার স্থানীয় প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রকল্প পরিচালিত স্কুল ছাত্রের অভিভাবকগণ সহ প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ, ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার মাসহুদা আকতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতার পর

সবুজ পৃথিবীর জন্য পরিকল্পিত বনায়ন

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই সময় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে এই কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১১/৭/২০১২ নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ১০০০ গাছের চারা বিতরণ করেন ঘাসফুল পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ডঃ গোলাম রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শামীমা আক্তার বানু সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক।

শেষের পাতার পর

জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সভায় অভিমত

এডভোকেট মোঃ সেলিম উদ্দিন, মিনারা মুক্তা খানম, সৈয়দা সুরাইয়া আক্তার, নুরুন্নাহার, রাজীব সেন চৌধুরী, আরফিন আহমেদ সহ জাতীয় ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, আইনজীবিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভায় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর আইনের বিভিন্ন ধারা ও করণীয় একটি ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক এসডিপি, আনজুমান বানু লিমা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অতিথিরা বলেন- আমাদের সমাজের নারীরাই সবচেয়ে বেশী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, অনেক সাধারণ কারণেও নারীরা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্চে, আর তাই এ ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও ঘাসফুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড.মনজুর উল আমিন চৌধুরী পারিবারিক সহিংসতা রোধে যে সব সুপারিশমালা তুলে ধরেন তা হল, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা, বিয়ের কাবিন নামায় সহিংসতার বিষয়টি উল্লেখ থাকা, সঠিক নিয়মে নিকাহ রেজিস্ট্রার করা, ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা, আইনের আশ্রয় নেয়া নারীদের জন্য সেল্টারের ব্যবস্থা করা, শিশুদের মনোবিকাশের জন্য নৈতিক শিক্ষা দেয়া, মিডিয়াকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন, মানসিক সহযোগিতা ও কাউন্সিলিং বিষয়ে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' ২০১২ উদযাপন

সার্বজনীন প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য পরিবার পরিকল্পনা

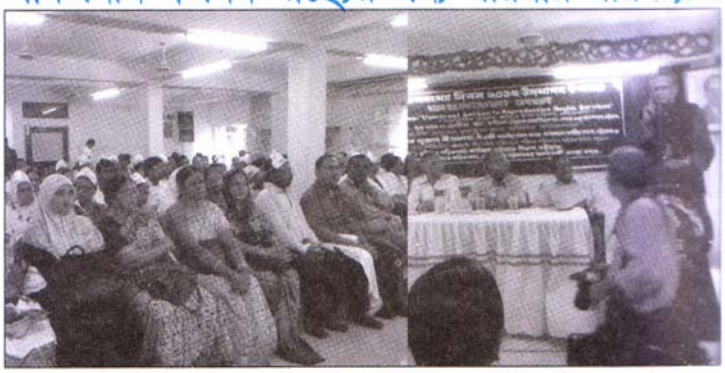

'সার্বজনীন প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য পরিবার পরিকল্পনা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও পালিত হয়ে গেল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১২। এই দিবসটি উপলক্ষে ১১ জুলাই তারিখে চট্টগ্রামে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা জেলা কার্যালয় ও চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত র‍্যালীতে সরকারী ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ সহ সমাজের সর্বস্তরের নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী নার্স ও ধাত্রীবৃন্দ ব্যানারও প্ল্যাকার্ড নিয়ে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে চট্টগ্রামস্থ লায়ন্স ফাউন্ডেশন চক্ষু হাসপাতালের হালিমা রোকেয়া মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম, বিএস.সি। পরিবার পরিকল্পনা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক কাজী মোহাম্মদ শফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডাঃ শেখ সাহাবুদ্দিন আহম্মদ, জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আবু তৈয়ব, পরিবার পরিকল্পনা জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক ডাঃ শেখ রোকন উদ্দিন আহাম্মদ, বিভাগীয় স্বাস্থ্য কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ডাঃ সালাউদ্দিন মাহমুদ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত

ইউএসএ আইডি ও প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর) কর্মসূচীর আওতায় পারিবারিক সহিংসতা রোধ জেন্ডার সচেতনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির প্রত্যয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন পরিষদ

গত ৪ আগস্ট ২০১২ তারিখে পটিয়া উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে এক এডভোকসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী।

শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদ

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পটিয়া উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে এক এডভোকসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি.এন.ডব্লিউ.এল.এ.এর লিগ্যাল কাউন্সিলর সেলিম উদ্দিন, তাসলিম ও বোরহান উদ্দিন।

বাকী অংশ ৪এর পাতায়

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১১, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদকীয়

পুষ্টিহীনতা রোধে প্রয়োজন পুষ্টিজ্ঞান

চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি প্রবাদ আছে Prevention is better than cure অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করা অধিকতর ভালো। সুস্থ, সবল, সুন্দর, নিরোগ জীবন লাভ করার জন্য রোগাক্রান্ত হওয়ার আগেই যথাযথ সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার বিষয়টি অতীব জরুরি। খাদ্য পুষ্টি প্রধানত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগিকের সমাহার-যা আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। দেহের ভেতর এদের এক একটি একেক কাজে নিয়োজিত, যেমন-কোনটি দেহের কোষ গঠন করে, কোনটি শক্তি জোগায়, আবার কোনোটি রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা করে। বাংলাদেশের অপুষ্টি একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এখানে খাদ্য সমস্যার চেয়ে পুষ্টি সমস্যা অধিক প্রকট। এদেশের প্রায় সব ধনী-গরীব পরিবারেই এ সমস্যা রয়েছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশ কোনো না কোনো পুষ্টির অভাবে ভুগছে। বিশেষ করে পুরুষের তুলনায় মহিলারা অপুষ্টিতে ভোগে বেশি। যার ফলে সন্তান জন্মদানের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসুস্থ শিশু জন্ম দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের এক জরিপে বাংলাদেশের পুষ্টিজনিত সমস্যাকে ভবিষ্যতের জন্য বিপর্যয়কর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসায়নিক গঠন ও দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে আমিষ আমাদের দেহের মাংসপেশীর প্রধান কাঠামো গঠন করে। শ্বেতসার ও স্নেহের অভাবে আমিষ শরীরে তাপশক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। শারীরিক পুষ্টির জন্য ভিটামিনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর এ ভিটামিনের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে শাকসবজি ও ফলমূল। আমাদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার জন্যই আমাদের দেশে বড়দের তুলনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির শিকার হয় বেশি। অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করে থাকেন তাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন শাকসবজি, ফলমূল, দুধ-ডিম, ছোটমাছ এসব পুষ্টিকর খাবারগুলো খেতে চায় না। আর এসব খাবারেই রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান। আর এসব পুষ্টি উপাদানগুলো পূরণের জন্য খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশীয় ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, মাংস ও ডিম-দুধের মধ্যেই রয়েছে এই পুষ্টিকর উপাদানগুলো। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এই খাবারগুলো সহজেই খেতে চায় না। ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হয় এবং বিভিন্ন সময় ঠান্ডা, সর্দি-জ্বর, রাতকানা বা অন্ধত্ব, রক্তস্বল্পতা ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই মায়েরা যদি একটু বুদ্ধি করে এই পুষ্টিকর খাবারগুলোকে আধুনিকভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপন করেন তাহলে তারা এগুলো খেতে আগ্রহবোধ করবে। ফলে তাদের পুষ্টি পূরণ সাধিত হবে। যারা পেট ভরে দুইবেলা খেতে পায় না কেবল তারাই এসব পুষ্টিহীনতায় ভোগে এমন নয়। বরং যারা ধনাঢ্য তারাও পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, খাদ্যাভাব, সামাজিক কুসংস্কার, পারিবারিক পর্যায়ে অসম খাদ্য বন্টন এসব কারণে এদেশের লাখ লাখ লোক অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অথচ একটু সচেতন হলে অতি সহজে এ পুষ্টির অভাব দূর করা সম্ভব। খাদ্যের ঘাটতি দেহে নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রকমের খাদ্য প্রাণ আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন। এগুলোর একেকটির ভূমিকা এক এক ধরনের। শরীরের সুষ্ঠু গড়নের জন্য খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ক্লোরিন, তামা ও দস্তা অপরিহার্য। এদের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিনের ভূমিকা প্রধান। তাই অপুষ্টিজনিত রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকার জন্য ব্যয়বহুল খাদ্য জরুরি নয়। সুস্থ থাকার জন্য সস্তা দামের পুষ্টিকর খাবারই যথেষ্ট হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন শুধু পুষ্টিজ্ঞান, জনসচেতনতা এবং খাদ্যাভাস পরিবর্তন।

নারীদের গৃহনির্যাতন বন্ধে এগিয়ে আসা সার্বজনীন কর্তব্য

নারীরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত আজন্ম পালিয়ে বেড়ানো হরিনীর মতো। আপন ঘরের ভিতরে কিংবা একান্ত আপনজনের কাছেও নারীরা নিরাপদ নয়। ভয়ার্ত নারী মাঠে ময়দানে কিংবা অফিস আদালতের বিপদ কাটিয়ে ঘরে ফিরে। এখানেও বিপদ, এখানেও নির্যাতন? ইদানিং দেখা যায় নারীরা খুন খারাপির স্বীকার হচ্ছে নিজ গৃহেই, আপনজনের হাতে, স্বামীর কিংবা প্রেমিকের হাতে। সত্যিই উদ্বেগজনক একটা বিষয়।

আমার এক বন্ধুর বাসা ছিল শহরের এক অভিজাত আবাসিক এলাকায়। আমাদের মধ্যে ওই বন্ধুটা প্রথম বিয়ে করে, অনেকটা বয়স হওয়ার আগে। সন্ধ্যার পর দলে দলে চাল-চুলাহীন আমরা যারা ছিন্ন পাতার মতো ছিলাম দাখিল হয়ে যেতাম তার বাসায়। বিরামহীন আড্ডাই ছিল জমায়েতের মুল উপজীব্য। এরকম একদিন তার বাসায় আড্ডা চলছিল। হঠাৎ একটা নারী-আর্তনাদ ভেসে আসে সবার কানে, ও বাপরে, ও ভাইরে! কে আছেন. . আমারে বাঁচান! আমরা কয়েকজন লাফ দিয়ে দরজা খুলে দেখি, আর্তনাদটা পাশের ফ্ল্যাটে। আমাদের বন্ধু, যার বাসায় আড্ডা দি"ছি, সে জোর করে সবাইকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে ব্যাখা করে বিষয়টি। এই ঘটনা নিত্যনৈমত্তিক। আজকের চিৎকারটা রুটিন ভেঙ্গে আগে শুনা গেল- এটাই ব্যতিক্রম তাদের কাছে। সোজাকথা পাশের ফ্ল্যাটের গৃহকর্তা প্রতিদিন রাতে তার বউকে পেটায়। আর্তনাদ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একসময় বন্ধ হয়ে যায়। আড্ডায় উপস্থিত সবাই আবার মশগুল হয়ে পড়ি নিজ নিজ ফুর্তিতে কিন্ত আমি কোনভাবেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ধীরপায়ে দরজা খুলে আর্তনাদ করা ফ্ল্যাটের দরজায় শব্দ করি। মুহুর্তেই দরজা খুলে যায়। আমি একটুও ইতস্তত না করে বললাম, চিৎকার শুনে এসেছি। দরজা খুলে ভিতরের ব্যক্তিত্বের ছাপ লাগানো ভদ্রলোকটি প্রায় চিৎকার করে বললেন;

আপনি কেডা?

পথিক! নীচের পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম! আমি আগের মতোই শান্তস্বরে বলে ফেললাম।

যদি বেকার থাকেন রাস্তার ময়লা পরিস্কার করতে যান, এটা ভদ্রলোকের বাসা। যত্তসব! উত্তেজনার বশে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বন্ধ দরজার এপাড়ে দাঁড়িয়ে আমি পুলিশকে ফোন করতে পারি, ওখানে আমার গন্ডা গন্ডা বন্ধু আছে - এধরণের নানান বক্তব্যে তাকে আবার দরজা খুলতে বাধ্য করলাম। দরজা খুলে যায় আবার। ব্যক্তিত্বের ছাপ লাগানো অতিশয় ভদ্রলোকটি এবার বলে, আপনার নুন্যতম কমনসেন্স নাই? আমার ঘরে কে চিৎকার করলো তা নিয়ে তুই এত বাড়াবাড়ি করছিস কেন? হঠাৎ করে তিনি আপনি থেকে তুই সম্বোধনে চলে গেলেন।

তিনি মর্দামি প্রকাশের উৎকৃষ্ট একটা গালি দিয়ে বলে, পুলিশ-টুলিশ ঢুকাইয়া দিমু! পাশের ফ্ল্যাটের দিকে ইঙ্গিত করে আমার ভালোর জন্য তিনি বললেন, ওই ব্যাটার বারোটা বাজাইয়া দিছি একবার! বিল্ডিং-এ বোধহয় নতুন আসছিস! ওরে জিজ্ঞেস করে আয়! ততক্ষণে পাশের ফ্ল্যাটের ওই ব্যাটা (আমার বন্ধু) ভেতরে আড্ডারত অপরাপর বন্ধুরা বেরিয়ে আসে। সবাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমি যা করেছি তা একটা চরম অন্যায়। আড্ডার আশ্রয়স্থলের মালিক বন্ধুটি সবার সামনে স্পষ্ট করেই ঘোষণা দিলেন, যাতে আর কোনদিন আমি তার বাসায় না আসি। ততক্ষণে বন্ধুটি করজোড়ে ভদ্রবেশী নির্যাতক লোকটির কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। লোকটি প্রায় হুংকার দিয়ে বলছে, এটা তার নিজের স্ত্রী, সে যা ইচ্ছে করতে পারে, শাসন করতে পারে।

বাকী অংশ ৫ এর পাতায়

চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলায় বায়োগ্যাস ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও জৈব সার কর্মসূচী (এনডিবিএমপি) এর আওতায় গত ১২, ১৩ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, বোয়ালখালী, হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। ইডকল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড) এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে বর্ণিত উপজেলার লক্ষিত জনগোষ্ঠি বায়োগ্যাসের উপকারিতা এবং প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করে। সংস্থার কৃষি ও বায়োগ্যাস প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীসমূহে আগত গ্রাহকদের বিভিন্ন অনুসন্ধানী মূলক প্রশ্নের জবাব দেন ইডকলের ট্রেনিং কোর্ডিনেটর জনাব শেখ শহীদুল আলম। কর্মসূচী চলাকালে ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে একই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নওগাঁ জেলার মান্দা ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ও বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী সমূহে স্থানীয় জনগোষ্ঠি, উপকারভোগী ও ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির পক্ষ হতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সাক্ষরতাই উন্নতি আসবে দেশে শান্তি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১২ইং

৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং তারিখ জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো আয়োজিত 'সাক্ষরতাই উন্নতি আসবে দেশে শান্তি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সকাল ৯টায় সবাই সমবেত হয়ে র‍্যালী উদ্বোধন করেন এক মনোজ্ঞ র‍্যালি উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল.এ) জনাব এম.এ.এইচ হুমায়ুন কবির। বর্ণাঢ্য র‍্যালীটি শিশু একাডেমীতে এসে শেষ হয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহমদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল.এ) এম.এ.এইচ হুমায়ুন কবির। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল নেস্ট কনসোর্টিয়ামের ৪০ জন শিশু, এডুকেটর ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেসট কনসোর্টিয়ামের প্রি-প্রাইমারী বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন

ডিএফআইডি ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নেস্ট কনসোর্টিয়াম (ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচ) এর আয়োজনে নেস্ট ফর দ্যা চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক প্রকল্পের কর্মরত ৪২ জন এডুকেটরের জন্য প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা কর্মসূচীর বেসিক ট্রেনিং চট্টগ্রাম কাজীর দেউরী ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ২৬ আগষ্ট হতে ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ আগষ্ট সকাল ৯টায় ট্রেনিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইলমার নির্বাহী প্রধান জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা নূর-ই-আকবর চৌধুরী, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, ব্র্যাক লার্নিং ডিভিশনের প্রশিক্ষক এ.এফ.এম আলমগীর হোসেন, নাছিমা খাতুন, নেস্ট প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ আরিফ। এতে উপস্থিত অতিথিগণ বলেন, সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে এ ধরণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্র্যাকের যে আদর্শ, মানসম্পন্ন শিক্ষা কারিকুলাম ও দক্ষ প্রশিক্ষণ সেল রয়েছে তা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নেস্ট প্রকল্পের শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

২ এর পাতার পর

জুলধা ইউনিয়ন পরিষদ

গত ১১ আগস্ট ২০১২ তারিখে পটিয়া উপজেলার জুলধা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে এক এডভোকসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুলধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ নুরুল হক।

চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পটিয়া উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে এক এডভোকসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী ছাবের আহমেদ।

কাশিয়াইশ ইউনিয়ন পরিষদ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পটিয়া উপজেলার কাশিয়াইশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে এক এডভোকসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাশিয়াইশ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সভাসমূহে আরো উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য, সচিব, স্কুল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইমাম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভায় পারিবারিক সহিংসতা নিরসন ও মানবাধিকার রক্ষায় গৃহীত আইন ও নীতিমালা সমূহ উপস্থাপন করেন ঘাসফুলের শিক্ষা কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিএনডব্লিউএলএ এর লিগ্যাল কাউন্সিলরগণ।

৩ এর পাতার পর

নারীদের গৃহনির্যাতন বন্ধে এগিয়ে আসা সার্বজনীন কর্তব্য

ওখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কিংবা প্লুরাল কেউ নাক বাড়াবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, প্রয়োজনে তিনি বাড়ানো নাক ছেঁটে ফেলবেন। শুধুমাত্র আমার বন্ধুটির উপর অভিমান করে মাথানত করে চলে আসি সেদিন। যদিও নির্যাতক ভদ্রবেশী লোকটির মর্দামি প্রকাশের যথোপযুক্ত তৃতীয়সূত্র প্রয়োগের সক্ষমতা আর অফুরন্ত সময় দুটোই আমার ছিল। আর কখনো ওপথে পা বাড়ায়নি। অনেক মেহনত করে নির্যাতীত নারীর অভিভাবকের সন্ধান করি। অভিভাবকও এককথার মানুষ। যতই নির্যাতন হোক আইন আদালত করে তারা সংসার ভাঙ্গতে চায় না। আমি কোনভাবেই নিজেকে বুঝাতে পারছিলাম না যে, একজন পুরুষ চিৎকার করে সাহায্য চাইলে বীরদর্পে ছুটে যাওয়া সম্ভব কিন্তু নির্যাতীত নারী সাহায্যপ্রার্থীর ডাকে ছুটে যাওয়া কেন অপরাধ? নারীরা কী তাহলে দ্বিতীয়শ্রেনীর নাগরিক? বিপদগ্রস্থ নারীকে সহযোগিতা করতে চাইলেও প্রথমশ্রেনীর নাগরিক নির্যাতক স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। যার বউ সে পিটানোর অধিকার রাখে এই কলংকিত বাক্যটির বিষয়ে শুধু পুরুষদের মানসিকতা নয় অনেক ক্ষেত্রে নারীদের মানসিকতাও অত্যন্ত বিকৃত। এরকম একটা ঘটনার কথা শুনুন।

আমি তখন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী। আমাদের গ্রামের বাড়ীর পুকুরপাড়ের দেউড়ি-ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া পড়ছি গভীর রাতে। পুকুরের এপাড়ে আমাদের দেউড়িঘর অন্যপাড়ে রিকশাওয়ালা মনুমিয়ার বসতি। নীরব রাতে হঠাৎ ঘুড়ুম ঘুড়ুম শব্দে পড়া রেখে ছুটে গেলাম পুকুরের ওপাড়ে। দেখি, মাটিতে ফেলে গায়ের উপর চড়ে মনুমিয়া বউ পেটাচ্ছে বিকট শব্দে। এই শব্দ মানুষের নয় , নিষ্ঠুর আঘাতের শব্দ। আমি কোনধরণের বাক্যব্যয় না করে উঠতি বয়সের সর্বশক্তি দিয়ে মনুমিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সারাদিনের রিকশা টানা আর বউ পেটানোর ক্লান্তিতে সম্ভবত মনুমিয়া কাহিল। এক ঝটকাতে মনুমিয়া পড়ে যায়। এবার আমি যুত করে মধ্যরাতে বউ পেটানোর শাস্তি দিতে যাবো, এমন সময় খেয়াল করি, পেছন থেকে কে যেন আমাকে আঘাত করছে। পেছনে ফিরে দেখি, মনুমিয়ার ভুলণ্ঠিত স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়েছে এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমার পিঠে আঘাত করে যাচ্ছে। আজকে আমি ভাবছি, নিজের বউ হলে বেধড়ক পিঠানো হালাল - এমন বর্বর ধারণা অশিক্ষিত রিকশাওয়ালার মধ্যে যেমন আছে তেমনি শহুরে শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও আছে। নিজের বউ হলেও সে যে একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক, কৃতদাস নয় - একথা কোন নির্যাতনকারীই মানতে নারাজ। নিজের বাসায় বউ পিঠানো কিংবা গৃহপরিচারিকা নির্যাতন অবশ্যই ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এতে করে সমাজ, ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যে সন্তানের সামনে তার মাকে নির্যাতন করা হয় সে সন্তানের মানসিক বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, এতে করে দেশের নাগরিক অধিকার, মানবাধিকারসহ আইন শৃংখলাও লংঘন করা হয়। আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি গৃহ অভ্যন্তরে নির্যাতন প্রতিরোধে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি নারীর প্রতি অপরাপর নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনও জরুরী। আমাদের দেশে দজ্জাল শাশুড়ী আর চতুর ননদ চরিত্রের কথা সবারই জানা। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্রথম যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়োজন নারী শিক্ষা। নারী শিক্ষা অর্জনে দরকার নারী সচেতনতা আর নারী সচেতনতা আনয়নে সচেতন নারীদের সংঘবদ্ধ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা বড়ধরণের ভুমিকা রাখতে সক্ষম। আশার কথা হল; বর্তমানে নারী সচেতনতা, নারী শিক্ষা এবং নারীদের অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুটা অগ্রসরমান। নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পেছনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে যাচ্ছে, যা আরো কার্যকরভাবে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশের মানুষ আজ অন্তত বিশ্বাস করতে পারছে যে, একটি সভ্য সমাজ বিনির্মাণে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকল ধরণের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সার্বজনীন কর্তব্য।

- সৈয়দ মামুনুর রশীদ।

স্মৃতির পাতায়

মরহুম মোশাররফ হোসেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন গত ২০০৯ সালের ৬ জুলাই তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুম মোশাররফ হোসেন ২০০৩ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে ঘাসফুলের অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদানের কথা ঘাসফুল পরিবারের সদস্যদের স্মৃতির পাতায় চিরভাস্কর হয়ে থাকবে।

মরহুম এম.এল. রহমান

১৯৭২ সালে যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মরহুম লুৎফুর রহমান ঘাসফুলের রিলিফ ওয়ার্ক ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন। ঘাসফুলের কার্যক্রমের প্রতিটি অধ্যায়েই মরহুম এম.এল. রহমানের অবদান চিরস্মরণীয়। ২০০০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে এই কীর্তিমান পুরুষ সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঘাসফুল সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাঁর এই অবদান অনন্ত সময় ধরে ঘাসফুল পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্মৃতির জানালায় উঁকি দিবে।

মরহুমা শাহানা আনিস

১৯৯৩-২০০৩ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করা বিশিষ্ট সমাজকর্মী মরহুমা শাহানা আনিস ২০০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। ২০০৩ সাল হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ ১৫ বছরের দায়িত্ব পালন কালে ঘাসফুলের অগ্রযাত্রায় তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা ঘাসফুল সদস্যদের স্মৃতির কোঠায় জমা থাকবে।

ক্ষুদ্র জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম

ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল তার কর্ম এলাকায় ২১টি শাখার মাধ্যমে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ উপকারভোগীদের মাঝে ক্ষুদ্র জীবনবীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইনাফি বাংলাদেশ ও রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী এবং নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলায় স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই পর্যন্ত ক্ষুদ্র জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের অর্জন সমূহ:

মোট বীমা গ্রহীতা	৯৬৩১ জন
মোট প্রিমিয়াম সংগ্রহ	১৭৪৩৫৯৪০/-
মৃত্যু দাবী পরিশোধ	৬ জন
মৃত্যু জনিত পলিসি ফেরত	৬০১৬০/-
উপকারভোগী প্রশিক্ষণ	৭৪৩৭৯ জন
স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৫৮৫ জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১২)

একজন হাসির সফল কথা

আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ় চেতনার উদ্যমে উদ্দীপ্ত এক প্রতীকের নাম যেন হাসি বেগম। বাবার সংসারে একই ভাবে লড়েছেন বিভিন্নভাবে পরিশ্রম দিয়ে। টানাটানির সংসারের গ্লানি মুছে দিতে বাবার সংসারে পোলট্রি ফার্মে পরিশ্রম দিয়ে তার অদম্য প্রচেষ্ঠার ঘাটতি রাখেননি তিনি। নওগাঁ জেলার অন্তর্গত দক্ষিন পাড়াস্থ স্বরুপপুর গ্রামের সেই হাসি বেগমের বিয়ে হয় খুব অল্প বয়সেই একই গ্রামের সুলতান হোসেনের সাথে। সেখানে ও সে দেখতে পায় অভাবের সেই চির চেনা রূপ। কপালের লিখন ভাগ্যকে মেনে নিয়ে স্বামীর সংসারে কোন ভাবে দিন যাপন করতে থাকেন হাসি। হাতের কারিগরি কোন দক্ষতা নেই বলে দিন মজুরী করা ছাড়া তার স্বামীর কিছুই করার উপায় ছিল না। আছে শুধু উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া ১০ শতক জমি যার পুরোটা বসত বাড়ী ও আঙ্গিনায় ঘেরা। অলস স্বামী সুলতানের চাষবাদে তেমন আগ্রহ ছিল না। এমনিতেই অভাব অনটনের রোষানলে জীবনের গতি যেন থেমে থেমে যাচ্ছিল তাঁর উপর অসাবধানতার বশবর্তী হয়ে বিয়ের বছর পুরোতে না পুরোতেই এক ছেলের মা হলেন হাসি বেগম। কিন্তু আয়ের গতি সেই আগেরই মত যেন। স্বামীর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মিলন ঘটানোর ঐকান্তিক উদাসীনতার দাবানলে অভাব নামক ভারী পাথরের নিচে পিষ্ঠ হতে থাকে উভয়ই। এতকিছুর পরও বছর খানেকের মধ্যে আবারো হাসি মা হলেন আরেক মেয়ে সন্তানের। অভাব সুযোগ পেয়ে গ্রাস করছে হাসির সংসারকে দিনের পর দিন। কিছুদিন পর সহ্যের বাঁধ ভেংগে হাসি নিরুপায় হয়ে বাপের কাছ থেকে ১০০ মুরগীর বাচ্চা নিয়ে এসে বারান্দায় রাখে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ভালভাবে সেগুলোর দেখা শোনা করেন । পরবর্তীতে ৪৫ দিনে ১০০ টি বাচ্চা থেকে ৯০ টি বাচ্চা বড় হয় সেই বাচ্চা বিক্রয় করে সকল খরচ ও দেনা মিটিয়ে হাসি ৩৫০০ টাকা লাভ করেন। এতে হাসির মনোবল আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সে মনস্থির করল ২৫০ বাচ্চা উঠাবে বারান্দায় ও আঙ্গিনায়। লাভের টাকা থেকে ২৫০ বাচ্চার প্রাথমিক ও চলমান খরচ নির্বাহে সংকুলান দেখা দিলে হাসি টাকা ধার নেয়ার কথা ভাবেন অতপর সে তার আত্মীয় স্বজন ও আশেপাশের প্রতিবেশীদের থেকে টাকা চাইতে গেলে খালি হাতে ফেরেন । কথোপকথনে পাশের বাড়ীর এক মহিলার মাধ্যমে হাসি খবর পায় ঘাসফুল নামক এক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কৃষিখাত ক্ষুদ্র ঋণ দেয়। সময়টি ছিল ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। হাসির বাড়ী থেকে একটু দূরে সেই মহিলার সাহায্যে হাসি দেখা করেন ঘাসফুলের কর্মী শারমিন আক্তারের সাথে এবং তার সমস্ত আর্জি কর্মীর কাছে উপস্থাপন করেন। কর্মী তার কথা শুনে আরো ভাল ভাবে অনুধাবনের জন্য সরাসরি হাসির বাড়ী পরিদর্শনের জন্য সেখানে যান এবং হাসির কার্যক্রমে আশ্বস্ত হয়ে চৌমাশিয়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপক একরামুলকে বললে তিনিও পরিদর্শনে যান হাসির বাড়ীতে। যাছাই বাছাইয়ের পর হাসি ৭ মার্চ ২০১১ তে কৃষি সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ২৪ মার্চ ২০১১ তে প্রথম দফায় ৪ মাস মেয়াদী ১৫০০০/= টাকা ঋণ নেয়। সেই সাথে ঘাসফুল স্থানীয় প্রাণী সম্পদ অফিসের সহযোগীতায় হাসিকে পোলট্রি সম্পর্কে নানা সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করেন যাতে সে তার ব্যবসায় লোকসান না দেয়। এভাবে হাসি ঋণ পরিশোধ করে ২য় দফায় ২০০০০/= ৩য় দফায় ১৫০০০/= এভাবে নিতে নিতে সে ৮ম দফায় ৩৫০০০/= টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। এখানে সবচেয়ে আর্শ্চয্যের বিষয় এই যে, হাসি প্রতি ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে পরিশোধ করে দিতেন কেননা এতে করে তার ঋণের সুদ কম আসতো মোট কথা মুরগী বড় হয়ে গেলে হাসি বিক্রি করে সংগে সংগে ঋণ পরিশোধ করে দিত এটা তার সবচাইতে ভাল দিক এবং এজন্যই ঘাসফুল তাকে তার চাহিদা মোতাবেক ঋণ দিত। বর্তমানে হাসি তার বাড়ীর আঙ্গিনায় ২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও ১৫ হাত প্রস্থ সেড তৈরী করে ৫০০ থেকে ৭৫০ মুরগী উঠিয়ে প্রতি বারে সে ৮০০০/- থেকে ১৫০০০/= টাকা লাভ করেন। পাশাপাশি ২ টা গরু ও পালন করছেন তারা। হাসি ভবিষ্যতে একসাথে ২০০০ ব্রয়লার মুরগী উঠানোর আশা ব্যক্ত করেন। তার স্বামী সুলতান অবসরের পুরো সময় হাসিকে তার পোলট্রি ফার্মে সহযোগীতা করেন। এখন তাদের আর তেমন কোন অভাব নেই। হাসির ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠার ফলে তাদের দুমুঠো দুবেলা খাবার,শিক্ষা,বস্ত্র ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক খরচ নির্বাহ করার ক্ষমতা নিশ্চিত করতে পেরে অনেক প্ররিশ্রমের পর ও তারা খুবই খুশী । এ ব্যাপারে হাসি ও তার স্বামী ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ পোষন করেন।

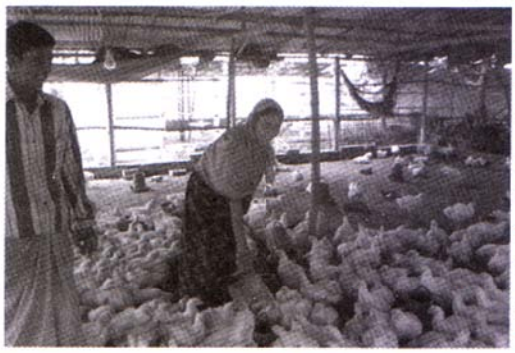

- একরামুল হক, শাখা ব্যবস্থাপক, চৌমাশিয়া।

বীমা দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১২) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মোট ১৭ জন উপকার ভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাদের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ২,৮০,৬১২ টাকা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মাদারবাড়ী ১, ২ ও ৩ নং শাখা, দেওয়ান বাজার, বহদ্দারহাট, অক্সিজেন, সরকার হাট, নজুমিয়া হাট, পটিয়া সদর, ফেনী সদর, মুহুরীগঞ্জ ও পত্নীতলা শাখা সমূহ হতে উপকার ভোগীদের ঋণের দেনা মওকুফ করে দেওয়া হয়। যা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ যোগ্য। এছাড়াও ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শোক বিহবল পরিবারের প্রতিগভীর সমবেদনা প্রকাশ ও মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এর সর্বশেষ চিত্র

সমাজের বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লক্ষিত জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী পরিচালনার মধ্যে দিয়ে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০০৫ সাল হতে পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল কর্মএলাকায় সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে ৩৬টি শাখার মাধ্যমে চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা ও নওগাঁ জেলায় এর পরিধি বিস্তৃত করতে থাকে। কার্যক্রমের সর্বশেষ (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২) চিত্র নিম্নরুপ :

সমিতির সংখ্যা	: ৩২০৪টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	: ৪৪৪৭৬ জন
সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ	: ২৪৯৬২৫৫৪০ টাকা
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	: ৩৩৭৫৯ জন
ক্রম পুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	: ৪০৪৯২২৯৪০০ টাকা
ক্রম পুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	: ৩৬০২৬৫২৪৯০ টাকা
সর্বমোট ঋণস্থিতির পরিমাণ	: ৪৪৬৫৭৬৯১০ টাকা

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জাতীয় উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এবং ফায়ার সার্ভিস দেওয়ান বাজার স্টেশনের আমন্ত্রণে দুঃস্থ মানুষের সেবার পাশাপাশি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঘাসফুল তার কর্মী বাহিনীর মধ্যে থেকে ৫০ জনের একটি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করেন। গত ১৫-১৭ জুলাই ২০১২ তারিখে চন্দনপুরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত 'আরবান কমিউনিটি লেভেল ভলান্টিয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম এ ঘাসফুলের ৫০ জনের একটি দল অংশ গ্রহণ করেন। সিডিএমপি, ডিএমআরডি ও খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মুল উপজীব্য বিষয় ছিল: বিধস্ত ভবনে অনুসন্ধান, উদ্ধার, অগ্নিনির্বাপন ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে-এইড, নরওয়ে দুতাবাস, সিডা, অস্ট্রেলিয়ান-এইড এবং ইউএনডিপি এর আর্থিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মোঃ রুহুল আমিন ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

Bala Vikasa India এর আমন্ত্রণে Community Driven Development শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন ঘাসফুলের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক জনাব তাজুল ইসলাম খান। গত ১৬-২৮ জুলাই ২০১২, ১২ দিন ব্যাপী ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের Bala Vikasa এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আর্থউন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের কৌশল অর্জনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে আফগানিস্তান, জর্ডান, সাউথ সুদান, সাউথ আফ্রিকা, নেপাল, চীন, শ্রীলঙ্কা, ভারত, ইতালি ও বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ওরাও সম্প্রদায় কন্যা স্বপ্না বালার স্বপ্ন পূরণ

নারী শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠির প্রথম নারী গ্রেজুয়েট তৈরীর স্বপ্ন নিয়ে ঘাসফুল স্বপ্নাবালার শিক্ষা সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। নিয়ামতপুর উপজেলার ভবনীপুরের ওরাও সম্প্রদায়ের কন্যা স্বপ্নাবালা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রতিচ্ছবি। অর্থাভাবে তার মেধা এবং আগ্রহ দু'টাই যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল, তখন ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের নিয়ামতপুর শাখার সদস্য গীতা রানীর মেয়ে স্বপ্নাবালার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বৃত্তি প্রদানে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় ঘাসফুল। এরই অংশ হিসেবে গত ৯জুলাই ২০১২ ইং তারিখে নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্কলারশীপ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ামতপুরস্থ ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র স্বপ্নাবালার আজীবন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খরচ ঘাসফুল স্বলারশীপ ফান্ডের আওতায় নির্বাহ করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্না বালার হাতে ৫০০০/- টাকার শিক্ষা বৃত্তি চেক তুলে দেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ডঃ গোলাম রহমান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাইদুল হাসানের উপস্থিতিতে উক্ত শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলার সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব এনামুল হক। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য মিসেস নাজনীন রহমান (নিলু), ভবানীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস শামীমা আক্তার বানু, নিয়ামতপুর সদর ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান জনাব বজলুর রহমান (নঈম) ও ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক।

ভিশন সেন্টারের কার্যক্রম

গত ৩ মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১২) নওগাঁ জেলার নিয়ামত পুর ও সাপাহার কর্ম এলাকায় মোট ৬টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল - নওগাঁ এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত আই ক্যাম্প সমূহে প্রত্যন্ত এলাকার চক্ষু চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। এক নজরে আই ক্যাম্পে সেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠির সংখ্যা নিম্নরূপ:

কর্মএলাকা	আউটডোর রোগী	অপারেশন যোগ্য রোগী চিহ্নিত	অপারেশন সেবাপ্রাপ্ত
নিয়ামতপুর	৪৯৮	৪৯	৪৪
সাপাহার	৫৬৫	৬৫	৫৫
মোট	১০৬৩	১১৪	৯৯

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১২) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ :

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকেল সেবা	: ১০টি স্থায়ী ও ৪০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশনের মাধ্যমে ১৭৯২ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
টিকাদান কর্মসূচী	: মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৩৬ জন, যার মধ্যে মহিলা ১৬৪ জন এবং শিশু ৪৭২ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	: সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ২১৫৫ জন, যার মধ্যে পিল ৮৭০, কনডম ১০২৯, ইনজেকশন ২৪৬, সিটি ৩, এবং লাইগেশন -৩, নরপ্লান্ট -৩ ও ভ্যাসেকটমী - ১।
নিরাপদ প্রসব	: ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১১২ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৬৪ জন ছেলে শিশু এবং ৪৮ জন কন্যা শিশু।
গার্মেন্টস্ স্বাস্থ্য সেবা	: কর্ম এলাকার ৩৪টি গার্মেন্টেস এর মোট ৬১১৮ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ ৯৭২ এবং মহিলা ৫১৪৬ জন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১১, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সভায় অভিমত

নিরবতা ভেঙ্গে আওয়াজ তুলতে হবে নারীদের

"পারিবারিক সহিংসতা রোধে মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়াকে অনুসরণ করে নারীদেরকে নীরবতা ভেঙ্গে আওয়াজ তুলতে হবে এবং নারী নির্যাতনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সভাপতির এ আহ্বানের মধ্যে দিয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং তারিখ চট্টগ্রাম ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার মিলনায়তনে ইউএসএআইডি ও প্ল্যান বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) প্রোগ্রামের আওতায় 'পারিবারিক সহিংসতা ও অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন' শীর্ষক জেলা পর্যায়ে এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ড.জয়নাব বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-অধ্যাপক রীতা দত্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সিটি এডিটর, এম. নাসিরুল হক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও ঘাসফুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড.মনজুর উল আমিন চৌধুরী। এছাড়াও সভায় অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-প্ল্যান বাংলাদেশের পিএইচআর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর শরীফুল আলম, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরী, চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহিনুর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-সুব্রত কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির লিগ্যাল কাউন্সিলর *বাকী অংশ ২ এর পাতায়*

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১২

বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, তার জন্য তথ্য চাই

প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর 'তথ্য জানার অধিকার দিবস' হিসেবে সারা বিশ্বে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় এবারও এ দিনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চট্টগ্রাম বিভাগীয় তথ্য অফিস ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-নেস্ট কনসোর্টিয়াম (ঘাসফুল, ইলমা, ওয়াচ) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং তারিখ ডিসি হিল প্রাঙ্গন থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এতে সকাল ১০টায় দিবসের একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী উদ্বোধন করেন বিভাগীয় তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ সাঈদ হাসান, প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন-তথ্য অধিকার আদায়ে জনগণের অংশগ্রহণ খুবই জরুরী, তথ্য পাওয়ার অধিকার আপনার আমার সবার, সরকারী-বেসরকারী সকল বিভাগের প্রশাসনিক পর্যায়ে গতি আনতে তথ্য আবশ্যক। তাই সরকারের পাশা-পাশি এনজিও সংস্থা গুলো তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের এ উদ্যোগ প্রসংশনীয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন -ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। *বাকী অংশ ২ এর পাতায়*

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস-২০১২ উদযাপন

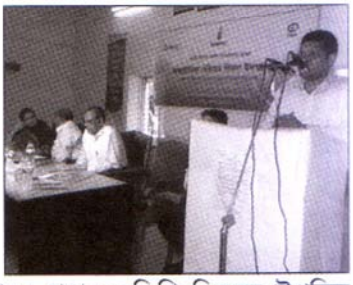

গত ১৯ জুন'২০১২ তারিখে ঘাসফুল এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস-২০১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পটিয়া উপজেলা মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও কবি গান অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের উপ পরিচালক জনাব মফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে পারিবারিক সহিংসতা রোধে পরিবারে একে অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়ার আহবান জানান এবং এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুর"ত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই পারিবারিক সহিংসতা রোধ করা সম্ভব। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, প্ল্যান বাংলাদেশ পি. এইচ আর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মোঃ শরিফুল আলম এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ। উপজেলার ২২ টি ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউপি সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধি সহ প্রায় ৩০০ এর অধিক অংশগ্রহনকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
আবু করিম ছামি উদ্দিন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল: ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল: ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org